"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানবান হও, তাহলে ধনবান হয়ে যাবে, জগদম্বা জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরীই রাজ - রাজেশ্বরী হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার নিজের বাচ্চাদের প্রতি দয়ার অনুভব হয়, তাই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরী করার জন্য কোন্ শ্রীমত প্রদান করেন ?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা -- মাথার উপর যে পাপের বোঝা আছে, মৃত্যুর আগে তা স্মরণের যাত্রায় থেকে দূর করো। কোনো বিকর্ম ক'রো না । বাবা আসেন তোমাদের যমদূতের ফাঁসির হাত থেকে মুক্ত করতে, তাই এখন এমন কোনো কর্ম ক'রো না ।

*গীতঃ- রাতের পথিক, ক্লান্ত হয়ো না.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝেছে । বাবা এসেছেন এই ভক্তিরূপী রাতের বিনাশ করে দিন স্থাপন করতে, কেননা বাবাকেই ডাকা হয় -- হে পতিত পাবন, এসো । মানুষ মনে করে, কোনো সময় আমরা পবিত্র ছিলাম, এখন আমরা পতিত । সেই জিনিসই চাওয়া হয়, যা আগে ছিলো, এখন আর নেই । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, পবিত্র দেবী - দেবতাদের রাজধানী ছিলো । জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরীই রাজ - রাজেশ্বরী হবে । জগদম্বা আর লক্ষ্মী যেমন পৃথক । লক্ষ্মীকে কখনোই জগদম্বা বলা হবে না । লক্ষ্মীর দুই সন্তানই তাঁকে মাতেশ্বরী বলবে । যে সব ভারতবাসীরা ধর্মপ্রাণা, তারা জগদম্বাকে মা বলে । দেবী - দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে তাঁদের ভক্তি করে । তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে, আমরা অনেক ভক্তি করেছি । দান - পুণ্য ইত্যাদি তোমরা যতো করেছো, তত আর কেউই করে নি । তোমরা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছো । তোমরা এখন তোমাদের স্মরণ বেঁচে থেকে দেখছো । আদি দেব আর আদি দেবী আছেন, যাঁকে জগদম্বা বলা হয় । তোমরা এখন জানো যে, জগদম্বা ধনবান হন । তোমরা তাঁর সন্তান, তাই না । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছো । তিনি হলেন জ্ঞানের দেবী । ওই জ্ঞানের দ্বারা কখনোই রাজা - রানী হয় না । তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা শিববাবার সন্তান, আর ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শিব বাবা এনার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপন করছেন । এমন গায়নও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । একথা খুব ভালোভাবে বুঝে ধারণ করতে হবে । এমন তো বলা হয় যে, বাঘের দুধের জন্য সোনার বাটি চাই । এই জ্ঞানও হলো সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার, এরজন্যও বুদ্ধি রূপী পাত্র সোনার হওয়া চাই । এখন তোমাদের আত্মা হলো পাথরের বাসন । তাই শরীরও তেমনই । ভারতেও শ্যাম এবং সুন্দর, পতিত এবং পাবন বলা হয় । দ্বিতীয় কোনো খণ্ডে এমন বলা হবে না যে, আমাদের মতো পতিতদের এসে পবিত্র করো । বলে থাকে, দুঃখ থেকে মুক্ত করো, শান্তিতে নিয়ে যাও । বিবেকও বলে, আমরা ভারতবাসীরা পবিত্র ছিলাম, এখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । যতই বড় মানুষ হোক না কেন, তারাও গুরুর পায়ে পড়ে, কেননা গুরু সন্ন্যাস ধারণ করেছে । তারা পাঁচ বিকার ত্যাগ করেছে, তাই বিকারীরাও নির্বিকারীদের সম্মান করে । পবিত্রতারই এমন সম্মান । দ্বাপর যুগ থেকে রাজা - রানী আর পরামর্শদাতা (উজির) থাকে । সত্যযুগে রাজা - রানীর কোনো উজির থাকে না । যখন পতিত রাজা - রানী হয়, তখন উজির রাখে, এখন তো অনেক পতিত হয়ে গেছে তাই বহু উজির রাখে । এই হলো ড্রামার ভবিতব্য । বাবা বলেন - দেখো, কিভাবে ড্রামার ভবিতব্য তৈরী হয়েছে । তাই অবশ্যই প্রথমে ভারত ছিলো, তারপর অন্য ধর্মের মানুষ এসেছিলো । বাবা বোঝান যে, এইসময় তোমরা হলে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী । জগদম্বা হলো ব্রহ্মার কন্যা, জ্ঞানের দেবী । জগদম্বা হলো জ্ঞানবান, যে পরের জন্মে ধন লক্ষ্মী হয় । বাবা এখন তোমাদের জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন । তোমরা জানো যে, আমরা ওখানে ধনবান হবো । দুনিয়াতে একথা কেউই জানে না যে, লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে ধনবান হয়েছেন । লক্ষ্মী - নারায়ণই হলেন ব্রহ্মা - সরস্বতী । ব্রহ্মা হলেন জগৎ পিতা, তাই অবশ্যই অনেক ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী হবে । তোমরা তো অনেক ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী আছো । তোমরা জানো যে, আমরা এই জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতে এমন ধনবান হবো । একদম সম্পদের দেবী, এর থেকে অধিক সম্পদ কারোর কাছে থাকতে পারে না, তাই গায়ন আছে -- নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম (জ্ঞান হলো উপার্জনের উৎস) জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারাই তৈরী হয়, তাই না । তাহলে এ তো উপার্জন । কোনো কোনো ডাক্তার এক একটি কেসের জন্য লাখ টাকা পায় । কোনো রাজা - রানী বা প্রিন্স অসুস্থ হলে, ডাক্তার যদি তাকে রোগমুক্ত করে তাহলে খুশী হয়ে বড় বড় বাড়ি বানানোর জন্য অর্থ দিয়ে দেয়, তাহলে কতো উপার্জন হলো । তাই এই পড়া থেকেই পদ প্রাপ্ত হয় । এ তোমাদের পড়াও, আবার কারবারও ।

তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা এখন ব্যবসা করতে এসেছো । তোমরা খড় তুল্য দিয়ে লাখ উপার্জন করো । বাবা অবিনাশী

সার্জনও, তিনি সর্বদা তোমাদের হেলদি তৈরী করার জন্য যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন । বাবা বলেন -- আমি গ্যারেন্টি করি, তোমরা ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি হতে পারবে । তাই এমন সার্জনের ওষুধ অর্থাৎ শ্রীমতে কেন চলবে না । বাবার মত মানো । আমাকে স্মরণ করো । বলা হয় তো --প্রতি মুহূর্তে সুখ পাও, শরীরের সব কষ্ট দূর হোক । ভক্তি মার্গে কোনো দুঃখ - কষ্ট দূর হয় না । অনেক সন্ন্যাসীও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকে । তারা যেন পাগল হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা যদি বাবার শ্রীমতে চলি তাহলে আমরা এভার হেলদি হবো । ওখানে গড় আয়ু ১২৫ থেকে ১৫০ বছর থাকে । এমন নয় যে, দ্বাপর যুগে একদম ৩৫ বছর আয়ু হয়ে যায় । তা নয়, প্রথমে ১০০ থেকে ১২৫ বছর আয়ু হবে । তারপর ৭০ থেকে ৮০ বছর হবে । এখন তো ৩৫ থেকে ৪০ বছরে এসে পৌঁছেছে । অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়, কারণ মানুষ ভোগী হয়ে গেছে । তোমরা জানো যে -- এখন তোমরা ভোগী থেকে যোগী হচ্ছো । ওখানে আয়ু এতটাই বেশী থাকবে যে, অকালে মৃত্যু কখনোই হবে না । বাবা স্মৃতি মনে করিয়ে দেন যে, তোমাদের কতো রাজ্য - ভাগ্য ছিলো । এখন রাবণ তা লুট করে নিয়েছে । ওখানে এইসব মন্দির ইত্যাদি থাকে না । তোমাদের স্লোগানও হলো -- ভারতের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম জিন্দাবাদ, বাকি সব মুর্দাবাদ অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ । ওখানে কেবল একই ভারত খণ্ড ছিলো । এক খণ্ডে মনুষ্যও নিশ্চই অল্প থাকবে । তোমরা লিখতে পারো যে, অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৯ লাখ হবে, আর সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে । এক ধর্মের স্থাপনা এখন হচ্ছে । নতুন দৈবী রাজ্যে একই ভাষা, একই নিয়ম - কানুন থাকবে । এখানে প্রত্যেকের নিয়মই তাদের নিজের । ওখানে এক রাজ্য, এক কমিউনিটি ছিলো । তোমরা এমন সব স্লোগান খবরের কাগজেও দিতে পারো । বাবার থেকে রায় নেয় যে, পয়সা খরচ করে কাগজে দেবো কি ? বাবা বলবেন - দিতে পারো । মানুষ জানতে পারবে যে, এখানে কি হচ্ছে । এমন বলাও হয়ে থাকে যে, ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিলো । সূর্যবংশী দেবী - দেবতাদের এক ধর্ম, এক কমিউনিটি ছিলো । এই মহাভারত লড়াইয়ের পর স্বর্গের গেট খুলেছিলো । খবরের কাগজে বি.কে নাম দিয়ে দাও কিন্তু বি.কে তখনই বলতে পারবে যখন পবিত্র থাকবে । বাবাকে ডেকেছে । বাবা এখন এসেছেন, তাই এখন বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো । ভক্তি মার্গে তোমরা কতো ধাক্কা খেয়েছো, যজ্ঞ - তপ - দান আদি করেছো । প্রথমে এক শিবের ভক্তি করতে, তারপর দেবতাদের, এখন তো সবাই ব্যভিচারী হয়ে গেছে । বাবা এখন তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্ত করেন । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জ্ঞান দান করে কতো উচ্চ, মনুষ্য থেকে দেবতা বানান । সত্যযুগে তোমাদের কাছে সবকিছুই সোনার থাকবে । বাবা তোমাদের শ্রীমৎ দান করে স্বর্গের মালিক বানান । তাহলে তোমরা আবার শ্রীমতে কেনা চলো না ? বাবা তোমাদের যমদূতের ফাঁসির হাত থেকে মুক্ত করেন । গর্ভজেলের সাজা থেকে মুক্ত করেন । তোমরা স্বর্গে স্বর্গ মহলে থাকো । এখানে হলো জেল কেননা মানুষ পাপ কর্ম করে । ওখানে পাঁচ বিকারই থাকে না, তবুও রাজা - রানী - প্রজার পদে কিছু তফাৎ তো হবে, তাই না অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ পরিশ্রম তো করে, তাই না । ওখানে কোনো উজির থাকে না, কেননা তোমরা এখানকার প্রালব্ধ ভোগ করো । বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো । আমি দূরদেশ থেকে এসেছি এই পতিত শরীরে, পতিত রাজ্যে । এ হলো রাবণের দেশ, বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করি । এমন বাবার আজ্ঞা পালন না করা, তাহলে তো কুপুত্র মনে করা হবে । বিকারের জন্য এমন হয়রান হওয়া তো উচিতই নয় । বাবা বলেন, এই বিকার দুঃখ দান করে । পতিতকে পবিত্র করা -- এ হলো আমার কাজ । বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান -- তোমরা খাওদাও, সুখী থাকো, এই কথা কেবল স্মরণে রেখো, আমরা শিব বাবার কাছে এসেছি, তিনিই আমাদের পালনা করেন । যদি মিত্র - সম্বন্ধীদের জিনিস পড়ো, তাহলে তাদের কথা স্মরণে আসবে, পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে । এখানে শিব বাবার ভাণ্ডারে পতিত পাবন বাবার যজ্ঞ থেকে পালন হয়, পতিতের ঘর থেকে নয় । আর কারোর দেওয়া জিনিস হলে তার কথা মনে আসবে । এরজন্য গায়ন আছে - অন্তিম কালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে... তোমাদের কতো উচ্চ অবস্থা হওয়া চাই । গৃহস্থ জীবনে থেকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে যে, এইসব শেষ হয়েই আছে । আমাদের তো একমাত্র বাবাই আছেন । এখন বাবার কি কখনো মালায় স্মরণ হয় ? বাচ্চারা, আমি তোমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দিই যে, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা অনেক শক্তি পাবে, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমরা বলবান হয়ে যাবে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ তো বলবান । যে বলবান হয় সে রাজত্ব পায় । এই বাবা নিজের উদাহরণ দিয়েছেন । আমি ১২ জন গুরু করেছিলাম, গুরুরা বলেছিলেন, ভোরবেলা উঠে ১ হাজারের মালা জপ করো । আমি বলতাম, অন্য কোনো সময় বলো । সারাদিন কাজ - কারবার করে ক্লান্ত হয়ে যায় । তোমরাও যেমন বলো - বাবা, ভোরবেলা উঠতে পারি না । বাবা বলেন - এমন বলো না যে, আমরা পবিত্র থাকতে পারি না, স্মরণে থাকতে পারি না স্মরণ না করলে কিভাবে বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমাদের অবশ্যই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম, তাই অবশ্যই পবিত্র হও । বাবার শ্রীমতে না চললে কি পদ পাবে । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আমাকে ডেকেছো । এখন আমি বলছি - তোমরা পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো । অন্যদেরও পথ বলে দিতে থাকো, বাবার খবর দিতে থাকো । বাবা বলেন - মন্মনাভব । মৃত্যু সামনে উপস্থিত । তোমাদেরই ম্যাসেঞ্জার বা পয়গম্বর (দেবদূত) বলা হয় । তোমরা ব্রহ্মাণরা ছাড়া আর কেউই ম্যাসেঞ্জার হতে পারে না পতিত পাবন শিব বাবা আসেন তিনি

কার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাও লেখা আছে । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । এ তো মানুষ বুঝতেই পারে না । সূক্ষ্মবতনে প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকবেন কি ? এখানেই মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয় । সাইলেন্সের শক্তিতে স্থাপনা হয়, সায়েন্সের শক্তিতে বিনাশ । সবাই বলে, কিভাবে শান্তি পাবো । এখন আত্মা তো হলোই শান্ত স্বরূপ । এখানে এসেছে অভিনয় করতে, এখানে শান্ত কিভাবে থাকবে । ওই শান্তি তো শান্তিধামে পাবে, এখানে তো দুঃখ পাবে । সত্যযুগে সুখ - শান্তি দুইই থাকবে ।

বাচ্চারা, এখন তোমরা সম্মুখে বসে শুনছো । বাবা বলেন - পতিত যেন আমার কাছে কখনোই না আসে । না হলে, যে ব্রাহ্মণী নিয়ে আসবে তার উপর পাপের বোঝা চাপবে । ইন্দ্র সভার পরীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে ইন্দ্র সভা হলো এটাই । এরা জ্ঞান সবুজ পরী, পোখরাজ পরী । তখন আরো ধাক্কা লাগবে । বাবা কড়া ভাবে মানা করেন । তোমরা কোনো পতিতকে নিয়ে আসবে না । আগে বাবা সবসময় জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো তো । তারা বলতো - পুরুষার্থ করছি । যখন পাক্কা নিশ্চয় আসবে তখন মিলিত হবো । যদি মিলিত হয়ে আবার বিকারে যাও তাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । বাবা মনে করবেন, সম্ভবত এর ভাগ্যে নেই । বাবা তো প্রচেষ্টা করার উপায় বলে দেন ভাগ্য তৈরী করার জন্য । তাহলে এমন বাবার কথা না মানলে কি গতি হবে ! বাবার দয়া আসে, বাবা বলেন - নিজেকে শুধরাতে থাকো । এমন যেন না হয় যে, চলতে চলতে মরে গেলে ভয় থাকা উচিত যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করে পাপের বোঝা হালকা করবো । আচ্ছা !

সবাইকে সদগতি করেন একমাত্র শিব বাবাই, তাঁর তো ফটো দেখা যায়, তাঁকে একমাত্র দিব্য দৃষ্টির দ্বারাই দেখা যেতে পারে । কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জানা যেতে পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এমন অবস্থা তৈরী করতে হবে যাতে অন্তিম সময় এক বাবাই যেন স্মরণে আসে । দ্বিতীয় কেউই যেন স্মরণে না আসে, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, এই সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে ।

২) নিজেকে সংশোধন করতে হবে, এই অন্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । সাবধান থাকতে হবে যাতে আমাদের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম না হয় ।

বরদানঃ- এক নম্বর বিজনেসম্যান হয়ে এক এক সেকেণ্ডের সঙ্কল্পে উপার্জন জমা করে পদ্মপতি ভব

তিনিই এক নম্বর বিজনেসম্যান, যে নিজেকে ব্যস্ত রাখার উপায় জানে । বিজনেসম্যান অর্থাৎ যার একটি সঙ্কল্পও ব্যর্থ যাবে না, প্রতিটি সঙ্কল্পে উপার্জন থাকবে । ওই বিজনেসম্যানরা যেমন এক একটি পয়সাকে কাজে লাগিয়ে পদ্মগুণ বানিয়ে দেয়, তেমনই তোমরাও এক একটি সেকেণ্ড বা সঙ্কল্প উপার্জন করে দেখাও, তখনই পদ্মপতি হতে পারবে । এতে বুদ্ধির বিভ্রান্তি বন্ধ হয়ে যাবে, আর ব্যর্থ সঙ্কল্পের অভিযোগও সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যে ভিক্ষা চায়, সে কখনোই খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হতে পারে না ।

★ গুরু গ্রন্থ সাহেবে রয়েছে - অন্তিম সময়ে যে লক্ষ্মী অর্থাৎ ধনকে স্মরণ করবে তার সর্প যোনিতে জন্ম হবে। যে স্ত্রীকে স্মরণ করবে তার বেশ্যা যোনিতে, পুত্রকে স্মরণ করলে শূকর যোনিতে, মন্দিরকে স্মরণ করলে প্রেত যোনিতে, কিন্তু নারায়ণকে অর্থাৎ সদ্গুরুকে স্মরণ করলে নর মুক্তি পায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;